কুষ্টিয়ায় জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে সেলাই মেশিন বিতরণ

কুষ্টিয়ায় জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে। রবিবার দুপুরে কুষ্টিয়া শহর শাখার উদ্যোগে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে নারীদের মাঝে এসব সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কুষ্টিয়া জেলা শাখার আমীর অধ্যক্ষ খন্দকার এ কে এম আলী মুহসিন।

এ সময় তিনি বলেন, সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও অসচ্ছল নারীদের স্বাবলম্বী করে তুলতে এ ধরনের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে পরিবারে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নেও এটি সহায়ক হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সেক্রেটারি সুজা উদ্দিন জোয়ার্দার, জেলা শুরা সদস্য অধ্যাপক ফরহাদ হোসাইন, জেলা জামায়াতের মহিলা বিভাগের সেক্রেটারি মমতাজ জাহান, শহর নায়েবে আমীর আজমল হক এবং শহর সেক্রেটারি শামীম হোসাইন।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা মহিলা বিভাগের সহকারী সেক্রেটারি ও শহর মহিলা বিভাগের সেক্রেটারি সালেহা বাশারসহ শহর মহিলা বিভাগের অন্যান্য দায়িত্বশীলরা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, দরিদ্র ও কর্মহীন নারীদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণের মাধ্যমে তাদের স্বনির্ভর করে তোলার এই উদ্যোগ ধারাবাহিকভাবে চালু থাকবে।

শেষে উপকারভোগীদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।

দর্শনায় বিভিন্ন সংগঠন থেকে ৫০ জনের জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান

দর্শনার নেহালপুর, কুড়ালগাছি, প্রতাপপুর, আমডাঙ্গা ১নং ওয়ার্ডে ও নেহালপুর ইউনিয়নে পথসভায় এ যোগদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের ১১দলীয় জোটের এমপি প্রার্থী জনাব মোঃ রুহুল আমিন।

তিনি বলেন, দেশের তরুণ সমাজই ভবিষ্যৎ শক্তি। কিন্তু সঠিক দিকনির্দেশনা, প্রশিক্ষণ ও ন্যায়ভিত্তিক সুযোগের অভাবে বহু শিক্ষিত যুবক আজ বেকার। জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় এলে কারিগরি, আইটি, শিল্প ও উদ্যোক্তা খাতে আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে যুবকদের দক্ষ করে তোলা হবে।

তিনি আরও বলেন, চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে ঘুষ, তদবির ও রাজনৈতিক পরিচয়ের সংস্কৃতি বন্ধ করে সম্পূর্ণ মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হবে। এতে করে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

এদিকে নেহালপুরে পথসভায় অনুষ্ঠান পরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠন থেকে ৫০জন জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করছেন।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের নির্বাচন পরিচালক মাওলানা আজিজুর রহমান, জেলা সহকারী সেক্রেটারি আব্দুল কাদের, সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল এডভোকেট শাহজাহান কবির, শরীক দলের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, এবি পার্টির জেলা সভাপতি মোঃ আলমগীর হোসেন, এনসিপি’র আহ্বায়ক খাজা আমিরুল বাশার বিপ্লব। এছাড়াও কুলগাছি ইউনিয়নের সাদিকুল সহ অসংখ্য নেতাকর্মীরা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে জামায়াতে ইসলামীর বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

শেরপুরে বিএনপি’র হামলায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর শ্রীবরদী উপজেলা সেক্রেটারি রেজাউল করিম নিহত হওয়ার ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। একই সঙ্গে দেশব্যাপী নারীদের প্রতি সহিংসতা ও নিরাপত্তাহীনতার প্রতিবাদে মেহেরপুরের গাংনীতে বিক্ষোভ মিছিল ও সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেছে দলটি।

গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আনুমানিক ৮টার দিকে গাংনী উপজেলা ও পৌর জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা শহরের মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে হাসপাতাল এলাকা ঘুরে বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন শহীদ আবু সাঈদ চত্বরে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা জামায়াতের সাবেক আমীর মাওলানা আব্দুল হালিম, গাংনী পৌর জামায়াতের আমীর আহসানুল হকসহ স্থানীয় ও উপজেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

মিছিল চলাকালে নেতাকর্মীরা “হত্যাকারীদের বিচার চাই”, “সন্ত্রাসী হামলা বন্ধ কর”, “নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত কর”—এমন নানা স্লোগান দেন।

সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা বলেন, শেরপুরে পরিকল্পিত ও পূর্বপরিকল্পিত সন্ত্রাসী হামলায় জামায়াতে ইসলামীর একজন দায়িত্বশীল নেতাকে হত্যা করা হয়েছে। তারা অভিযোগ করেন, এই হামলার রাজনৈতিক দায় বিএনপি এড়াতে পারে না। অবিলম্বে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তারা।

বক্তারা আরও বলেন, দেশে নারী নির্যাতন ও সহিংসতার ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে, যা রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য উদ্বেগজনক। নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং জানমালের সুরক্ষা দেওয়া রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব বলেও উল্লেখ করেন তারা।

সমাবেশ থেকে অবিলম্বে সব ধরনের সন্ত্রাসী কার্যক্রম বন্ধ, নারীদের প্রতি সহিংসতা রোধ এবং শেরপুরের ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত বিচারের দাবি জানানো হয়।

গাংনীতে এনসিপি ও জামায়াতে ইসলামীর মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার সকাল ১১ টার সময় গাংনী উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন, গাংনী উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর মোঃ রবিউল ইসলাম।

সভায় উপস্থি ছিলেন, জামায়াতে ইসলামীর মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মোঃ নাজমুল হুদা, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, গাংনী পৌর জামায়াতের আমীর মোঃ আহসানুল হক এবং সাবেক পৌর কমিশনার আলমগীর হোসেন।

অন্যদিকে জাতীয় নাগরিক পার্টি-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন, যুব শক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা প্রধান সমন্বয়ক আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, উপজেলা যুগ্ম সমন্বয়ক সবুজ রানা, জেলা সদস্য আমীর হামজাসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সভায় দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, জনগণের প্রত্যাশা ও ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্মপন্থা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়। নেতৃবৃন্দ পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে জনগণের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সভা শেষে উভয় পক্ষই গণতন্ত্র, সুশাসন ও জনকল্যাণমূলক রাজনীতির জন্য পারস্পরিক যোগাযোগ ও মতবিনিময় অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

নভেম্বরের মধ্যে গণভোট দিতে হবে

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ইমারতের নির্বাচন ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ২০২৬-২৭-২৮ সালের জন্য বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নতুন আমির নির্বাচিত হয়েছেন ড. শফিকুর রহমান। এটি জামায়াতের সাংগঠনিক নিয়মনীতি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত নির্বাচন।

জামায়াতের সেশন শেষ হলে আমাদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে নতুন আমির নির্বাচিত হন। নতুন আমির নির্বাচনের পর আমাদের পরবর্তী ধাপ হলো কেন্দ্রীয় মজলিস গঠন যা জামায়াতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ ও স্থান। মজলিস নির্বাচন হওয়ার কারণে আজ আমি মেহেরপুর সফর করেছি।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৩টার সময় মেহেরপুর শহরের পশুহাটসংলগ্ন চুয়াডাঙ্গা রোডে জেলা জামায়াতে ইসলামীর অফিসে এক সংবাদ সম্মেলনে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও অঞ্চল পরিচালক (যশোর-কুষ্টিয়া) মোবারক হোসাইন এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি সারা দেশে ৩০০ আসনে নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে আমরা গত কয়েক মাস ধরে জনসাধারণের কাছে আমাদের প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। নির্বাচনী প্রচার ও অভিযান বলতে যা বোঝায়, আমরা সেই অভিযানে লিপ্ত আছি এবং আমাদের প্রার্থীরা ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। আজ এখানে আমাদের রোকন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে অনেক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। ইতিমধ্যে তারা ঘরে ঘরে প্রার্থীর পরিচিতি ও ভোট দেওয়ার ব্যাপারে নারীদের অবহিত করেছেন। এটি শুধু মেহেরপুর নয়, সারা বাংলাদেশের চিত্র একই। আমরা আশা করি, আগামী নির্বাচন যদি সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে

ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি সরকার গঠনের পর্যায়ে যাবে।

গণভোট নভেম্বরে হবে এটি আমরা সরকারের কাছে এবং বাংলাদেশের বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল আহ্বান জানিয়েছি। আপনারা জানেন, বিএনপি-সহ অল্প কয়েকটি রাজনৈতিক দল গণভোটের বিপক্ষে। একই দিনে গণভোটের অসুবিধাগুলো জাতির সামনে তুলে ধরেছি। আমরা আশা করেছিলাম, সরকার গণভোটের পক্ষে নভেম্বরে রায় দেবে। কিন্তু এখন আমরা দেখলাম, প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনুস গণভোট এবং নির্বাচন একই দিনে করার কথা বলেছেন। আমরা জরুরি ভিত্তিতে আমাদের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের বৈঠক আহ্বান করব এবং সেই বৈঠকে পর্যালোচনা করে ৮ দলের কমিটির মাধ্যমে সাংবাদিক সম্মেলনে আগামীর পদক্ষেপ জানিয়ে দেব।

মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ও জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা তাজউদ্দিন খান, গাংনী-২ আসনের মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জেলা কর্মপরিষদ ও শুরা কমিটির সদস্য নাজমুল হুদা সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচনের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যেতে চায়

জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়ন ৯ নং ওয়ার্ড জামায়াতের উদ্যোগে যাদবপুর গ্রামে অফিস উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত পথসভায় জেলা আমীর রুহুল আমিন বলেছেন, আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যেতে চাই। জামায়াত ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেলে আমরা মানবতার কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবো।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনিত চূয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী জেলা আমীর রুহুল আমিন পথসভায় আরো বলেন, আমরা মানুষের পাশে থাকতে চাই। জামায়াতে ইসলামী নেতারা দলকানা জনপ্রতিনিধি হতে চাইনা। আমরা জনপ্রতিনিধিদের কে জনগণের নিকট জবাবদিহিতার কালচার প্রতিষ্ঠা করতে চাই। জামায়াতে

ইসলামী করতে কলিজা লাগে। মুরগীর কলিজা নিয়ে জামায়াতে ইসলামী করা যায়না। আওয়ামী ফ্যাসিবাদের হাজারো আঘাতেও জামায়াতে ইসলামীর কর্মিরা রাজপথে দাড়িয়ে আছে। জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের ফাসিঁ, দিয়েও থামানো যায়নি এ দলের জানবাজ কর্মীদের। জুলুম, নিযাতন সহ্য করেই জামায়াত আজ এই অবস্থানে এসেছে।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ টার সময় উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের যাদবপুর গ্রামে আয়োজিত পথ সভায় তিনি আরো বলেন, চালক ভাইয়েরা ২৪ এর গণঅভুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও তারা দাড়িপাল্লার পক্ষে ভোট করবেন।

জামায়াতে ইসলামী দেশের শ্রমিক সমাজসহ সাধারণ প্রান্তিক জনগোষ্ঠি চাওয়া পাওয়া কে মাথায় নিয়ে দেশ পরিচালনা কররে। দাড়িপাল্লা সাধারণ মানুষের প্রিয় প্রতিক। তিনি বলেন, যারা শ্রমিকদের বন্ধু হবেনা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করুন। আমরা শ্রমিকদের উত্তম বন্ধু হতে চাই।

জামায়াতে ইসলামী সরকার গঠন করলে এ দেশে শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ উন্নত করা হবে। শমিকদের ন্যায্য ন্যুন্যতম মুজুরি ধায করে দেয়া হবে। আমরা রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেলে উন্নতি দূর্নীতি একসাথে চলবে না। সব রকম দূর্নীতিকে জাদুঘরে পাঠানো হবে। টাকা ছাড়াই আপনার সন্তানকে চাকুরির ব্যবস্থা করতে চাই। জামায়াত মানুষের হক তার দোর গোড়ায় পৌছে দিতে চাই। আমরা শাসক নই বরং জনগণের সেবক হতে চাই। জীবননগর হাসপাতালকে আধুনিকায়ন করে স্বাস্থ্য সেবার মান আরো উন্নত করা হবে।

তিনি আরো বলেন, বৈচিত্রময় কৃষি প্রধান জীবননগর এলাকায় একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হবে। সীমান্ত ইউনিয়ন আমীর মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদের সভাপতিত্বে পথসভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা সেক্রেটারি আসাদুজ্জামান, জেলা পেশাজীবি পরিষদের সভাপতি সহকারী অধ্যাপক খলিলুর রহমান, জেলা তালিমুল কুরআন বিভাগের সভাপতি মাওলানা মহিউদ্দীন, জেলা প্রশিক্ষণ সম্পাদক জিয়াউল হক, জেলা উলামা বিভাগের সভাপতি মাওলানা’ ইসরাইল হোসেন, জেলা মাজলিসুল মুফাসসিরিন পরিষদের সভাপতি মাওলানা হাফিজুর রহমান, জীবননগর উপজেলা আমীর মাওলানা সাজেদুর রহমান, নায়েবে আমীর সাখাওয়াত হোসেন, সেক্রেটারি মাহফুজুর রহমান, জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি এমদাদুল্লাহ মহসিন জামেন, উপজেলা যুব বিভাগের সভাপতি মাজেদুর রহমান লিটন, সেক্রেটারি জাহিদুল ইসলাম, সিমান্ত ইউনিয়ন যুব বিভাগের সভাপতি মোস্তাফিজুর রহামান, জামায়াত

নেতা শফিকুল ইসলাম, হায়দার আলী, মিজানুুর রহমান, সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন, উপজেলা জামায়াতের সহকারি সেক্রেটারি আবু বকর সিদ্দিক।

আলমডাঙ্গায় জামায়াতে ইসলামী’র আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গায় জামায়াতে ইসলামী’র উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেল ৪টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলা মঞ্চে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলমডাঙ্গা পৌর জামায়াতে ইসলামী’র আয়োজনে রক্তাক্ত ২৮ অক্টোবর পল্টন ট্র্যাজেডি দিবস উপলক্ষে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবরের লাঠি-বইঠা দিবসে শহীদ জামায়াতে ইসলামী সদস্যদের স্মরণে এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সুবিচারের দাবিতে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে আলমডাঙ্গা পৌর আমির মাহের আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতে ইসলামী’র সহকারী সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল।

আলমডাঙ্গা উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মামুন রেজার সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতে ইসলামী’র যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক নুর মোহাম্মদ টিপু, আইন ও আদালত বিষয়ক সম্পাদক দারুস সালাম, আলতাফ হোসেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা আমির শফিউল আলম বকুল এবং পৌর জামায়াতের সেক্রেটারি হাফেজ আমিরুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, গণভোটের মাধ্যমে জুলাই সনদের সাংবিধানিক ও আইনি স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে জুলাই সনদের স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় ছাত্র ও জনতা আবার রাজপথে নেমে আসবে।

তিনি আরও বলেন, ২০০৬ সালের লগি-বইঠা ঘটনার সময় যাদের হত্যা করা হয়েছিল, তাদের হত্যার বিচার দ্রুত নিশ্চিত করতে হবে।

কোটচাঁদপুরে জামায়াতে ইসলামী’র যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত

“মানবতার সেবা ও দেশ পরিচালনার যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহ তা’আলার সন্তুষ্টি লাভ” এই প্রতিপাদ্যে যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করার আহ্বান জানাতে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কোটচাঁদপুর উপজেলা শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে যুব সমাবেশ।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে কোটচাঁদপুর কামিল মাদরাসা মাঠে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজারো তরুণ অংশগ্রহণ করেন।

সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জনাব অধ্যাপক মতিয়ার রহমান, কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য ও ঝিনাইদহ-৩ (কোটচাঁদপুর-মহেশপুর) আসনে জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী। তিনি বলেন, “সত্য সমাগত মিথ্যা বিতাড়িত, সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। যুবকরাই দেশের ভবিষ্যৎ। মানবতার সেবা ও দেশ পরিচালনার যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহ তা’আলার সন্তুষ্টিই হতে হবে আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য।”

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, ঝিনাইদহ জেলা শাখার সহকারী সেক্রেটারি জনাব অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল হাই, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কোটচাঁদপুর উপজেলা শাখা আমীর ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মাওলানা তাজুল ইসলাম। তারা বলেন, “বর্তমান সমাজে নৈতিক অবক্ষয় রোধে ইসলামী আদর্শে শিক্ষিত, নীতিনিষ্ঠ যুব সমাজ গড়ে তোলাই সময়ের দাবি।”

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাস্টার শাহাবুদ্দিন খান, সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মুয়াবিয়া হুসাইন, সাবেক আমির আজিজুর রহমান, মশিয়ার রহমান, রেজাউল করিম, সাবেক চেয়ারম্যান মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, পৌর আমীর মুহাদ্দিস

আব্দুল কাইয়ুম, সেক্রেটারি মাহফুজুল হক মিন্টু প্রমুখ।

সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন, জনাব মুহাম্মদ শরিফুল ইসলাম, সম্পাদক, (যুব, মিডিয়া ও সাংস্কৃতিক বিভাগ) কোটচাঁদপুর উপজেলা জামায়াতে ইসলামী, এবং অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জনাব মোঃ শিমুল হোসেন, সভাপতি, যুব বিভাগ, কোটচাঁদপুর উপজেলা শাখা। বক্তারা বলেন, দেশের সার্বিক অগ্রগতি, ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী মূল্যবোধের বিকাশে যুবকদের এগিয়ে আসতে হবে। তারা শান্তিপূর্ণ ও গঠনমূলক রাজনীতির মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের আহ্বান জানান।

মেহেরপুরের যাদবপুর গ্রামে জামায়াতে ইসলামীর আলোচনা সভা

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার এশার নামাজের যাদবপুর গ্রামে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর-১ আসনের প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দিন খান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, মেহেরপুর জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, মেহেরপুর সদর উপজেলার আমীর সোহেল রানা, সদর উপজেলার সেক্রেটারী ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাষ্টার, বুড়িপোতা ইউনিয়নের আমীর হাফেজ আবু জাফর সোহেল, সেক্রেটারী আব্দুস সালাম প্রমুখ।

গাংনীতে জামায়াতে ইসলামীর বিক্ষোভ ও সমাবেশ

পিআর পদ্ধতি চালু, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, সুষ্ঠু ভোটের পরিবেশ নিশ্চিতকরণসহ ৫ দফা দাবিতে গাংনীতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে গতকাল শুক্রবার বিকেলে একই দাবিতে গাংনী উপজেলা জামায়াতের উদ্যোগে একটি বিক্ষোভ মিছিল গাংনী মডেল প্রাইমারি স্কুল থেকে শুরু হয়ে হাসপাতাল ঘুরে শহীদ আবু সাঈদ চত্বরে এসে শেষ হয়।

বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমির ডা. রবিউল ইসলাম। এ সময় বক্তব্য রাখেন জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের শূরা সদস্য নাজমুল হুদা, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, পৌর জামায়াতের আমির আহসানুল হক প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংসদ সদস্য প্রার্থী নাজমুল হুদা বলেন, বিগত দিনে কালো টাকা, পেশিশক্তি দিয়ে ভোটকেন্দ্র দখলসহ বিভিন্ন কায়দায় ভোটারদের প্রভাবিত করা হয়েছে। তাই আগামী নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে পিআর পদ্ধতির নির্বাচনের জোর দাবি জানিয়ে আসছে। এই পদ্ধতিতে প্রার্থীর কোনো ছবি থাকবে না, শুধু প্রতীক থাকবে। এতে প্রার্থী কোনোভাবে কালো টাকা ও পেশিশক্তির প্রভাব খাটাতে পারবে না। এজন্য দেশের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে একটি গণতান্ত্রিক ও কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠনের জন্য পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন, জুলাই সনদ বাস্তবায়নসহ ৫ দফা দাবি জানিয়ে আসছে। সরকার এই দাবি মানলে আলহামদুলিল্লাহ, না মানলে রাজপথেই এই দাবির ফয়সালা হবে। জামায়াতে ইসলামী ঘোষিত ৫ দফা দাবি আদায় করেই আগামীতে ঘরে ফিরবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে গাংনী উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম বলেন, দেশকে যদি সুন্দর করতে হয়, বাংলাদেশকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিতে হয়, তবে জামায়াতের পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন, জুলাই সনদ বাস্তবায়নসহ ৫ দফা দাবি মেনে নিয়ে কার্যকর করতে হবে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও

ইসলামী ছাত্র শিবিরের আদর্শ দেখে সারা দেশে জোয়ার উঠেছে, সাড়া পড়েছে। এদেশের ঘরে ঘরে জামায়াতের দুর্গ গড়ে উঠেছে। জামায়াতের ভোটের এই দুর্গ থেকে একটি পক্ষ নানাভাবে আবোল-তাবোল মিথ্যা প্রপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মানুষ সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারছে।